বের্টল্ট ব্রেশ্‌ট্‌-এর গালিলেও-র জীবন

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

পুনশ্চ

সূচিপত্র

ভূমিকা	৯
১. গালিলেও-র জীবন বনাম 'গালিলেও-র জীবন'	১৩
২. মঞ্চে গালিলেও : চাওয়া-পাওয়ার নিরিখে	৩৭
৩. 'গালিলেও-র জীবন' : প্রতীকই যেখানে নোঙর	৬০
৪. গালিলেও, ফেদেরৎসোনি, এবং কাম্পানিয়া-র চাষিরা...	৭৩
৫. ব্রেশ্‌ট্‌-এর গালিলেও : দুই স্বীকারোক্তির সমস্যা	৯৮
৬. 'গালিলেও-র জীবন' : পাঠান্তর ভাষান্তর ভাবান্তর	১১০
পরিশিষ্ট ক	১২৮
পরিশিষ্ট খ	১৪৩
পরিশিষ্ট গ	১৫৯

ভূমিকা

বইটির খসড়া প্রথম বেরিয়েছিল ষাণ্মাসিক *বহুরূপী*-তে মে ১৯৯০ থেকে সেপ্টেম্বর ১৯৯২-এ। সেগুলি এক জায়গায় জড়ো করার সময়-সুযোগ আর হয় নি। এত বছর বাদে পুনশ্চ-র সন্দীপ নায়কের সৌজন্যে পরিমার্জিত হয়ে বইটি বেরচ্ছে।

বের্টল্ট ব্রেশ্‌ট্ (১৮৯৯-১৯৫৬)-এর *গালিলেও-র জীবন* পৃথিবীর সেরা নাটকগুলির একটি। বাঙলা সমেত আরও বহু ভাষায় এটির অনুবাদ হয়েছে। নাটকটি ঘিরে কিছু কথা মনের মধ্যে গত বাহান্ন বছর ধরে পাক খেয়েছে। এটি পড়েছিও অন্তত বাহান্নবার (এখনও পড়ি)। ফলে অনেক ব্যাপার নজরে এসেছে যেগুলি দু-তিন বার পড়লে ধরা যেত না। নাটকটি পড়ার ও দেখার অভিজ্ঞতা মিলিয়ে বইটি লেখা। নাটক—শুধু নাটকই নয়, যে-কোনো শিল্পকর্ম রচনার উদ্দেশ্য আর লিখিত রূপ সর্বদা একমুখে চলে না। উল্‌টে অভিকৃতি (*পারফরমেন্‌স্*) অনেক সময়ে অভিপ্রায় (*ইনটেনশন*)-এর উল্‌টো মুখে যায়। মার্কসীয় সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে এটি একটি প্রতিষ্ঠিত মত। বালজাক প্রসঙ্গে এই কথাটি প্রথম বলেছিলেন ফ্রেডরিক এঙ্গেলস; এটিকে সূত্রবদ্ধ করেন হাঙ্গেরীয় দার্শনিক ও সাহিত্য সমালোচক গেওর্গ লুকাচ (১৮৮৫-১৯৭১)। তাঁর আগেও অবশ্য আরও কেউ কেউ ঘটনাটি লক্ষ্য করেছিলেন। *গালিলেও-র জীবন* সম্পর্কে আমার মনে হয়েছে : অভিপ্রায় আর অভিকৃতির মধ্যে গরমিলের এটি এক আদর্শ দৃষ্টান্ত। আর, শুধু এই গরমিল নয়, আরও একটি গরমিলের দিক নজর করার মতো। সেটি এই : লেখকের অভিকৃতি যদি তাঁর অভিপ্রায়কে নিখুঁতভাবে

প্রতিফলিত করে থাকে, তাহলেও অন্য একটি গরমিল দেখা দেয় : লেখকের অভিকৃতির সঙ্গে পাঠকের/দর্শকের অভিগ্রহণ (*রিসেপশন*)-এর ফারাক। এই ফারাক শুধু গরমিল নয়, রীতিমতো বিরোধের রূপ নেয়। *গালিলেও-র জীবন*-এর ক্ষেত্রে সেটিও বিশেষ করে দেখার। এই দিকটি বোধহয় ততটা ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা হয় নি। অথচ তিনটি শক্তি এখানে পরস্পরের বিরুদ্ধে কাজ করে : অভিপ্রায়-এর বিরুদ্ধে অভিকৃতি, অভিপ্রায়-এর বিরুদ্ধে অভিগ্রহণ, আর অভিকৃতি-র বিরুদ্ধে অভিগ্রহণ। ব্রেশ্‌ট্‌ চাইছেন এক; নাটকের মধ্যে সেই চাওয়াকে স্পষ্ট করে হাজির করতে তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। কিন্তু তাঁর সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ করার মতো কিছু উপাদান তাঁর নিজের অজান্তেই নাটকের ভেতরে থেকে যায়। আর সেগুলিই নাকচ করে দেয় তার অভিপ্রায়কে। আবার, অভিকৃতির মধ্যে যা-ই থাক, দর্শকের অভিগ্রহণ যায় তারও বিরুদ্ধে। এ এক জটিল টানাপোড়েন।

এই বিষয়টি ছাড়াও নাটকে প্রতীক-এর ব্যবহার, 'নায়ক বিচার', প্রযোজনা-র ধরণ-ধারণ, ও ভাষান্তর ইত্যাদি নিয়ে কিছু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও আছে। নাটকের বিভিন্ন দৃশ্যে কয়েকটি শব্দ পুনরুক্তির তাৎপর্য নিয়েও কিছু মন্তব্য পাওয়া যাবে শেষ পরিচ্ছেদে।

খসড়া পরিচ্ছেদগুলি আঠাশ বছর আগে ছাপা হয়েছিল লেটার প্রেস-এ। সেটিকে এখনকার বানানে ছাপতে গেলে সবকটি পরিচ্ছেদই আগাগোড়া কপি করতে বা করাতে হতো। লেটার-প্রেস-এ ন্ট, ন্ড ইত্যাদি ছাপার সুযোগ ছিল না। দেশী-বিদেশী সব শব্দর ক্ষেত্রেই তাই ণ্ট, ণ্ড, ইত্যাদি ছাপা হয়েছিল। ব্যঞ্জনবর্ণর তলায় হস্‌ চিহ্ন দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল না বা থাকলেও বারবার লাগলে সেই টাইপ

বহুরূপী-তে প্রথম লেখাটি বেরনোর পর কুমার রায় বলেছিলেন বিষয়টি নিয়ে আরও লিখে চলতে। তাঁরই উৎসাহে ও প্রভাতকুমার দাসের আগ্রহে দুবছরে আরও পাঁচটি লেখা তৈরি হয়েছিল। এঁদের কাছে আমি খুবই কৃতজ্ঞ।

এই বইটি প্রকাশের ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছিলেন উৎপল ঝা। সম্পাদনা, প্রুফ-দেখা ইত্যাদির কাজ করেছেন শুভেন্দু সরকার ও সিদ্ধার্থ দত্ত। তাঁদের ধন্যবাদ জানানো বাহুল্যমাত্র।

কাজটি করার সময়ে আমার অন্যতম সহযোগী ছিলেন সৌমিত্র পালিত। তাঁর জার্মান জ্ঞানের ওপর অনেক সময়েই নির্ভর করতে হয়েছিল। বয়েসে ছোটো এই বন্ধুটি অকালেই মারা গেছেন। তাঁরই স্মৃতিতে বইটি উৎসর্গ করা হলো।

৩, মোহনলাল স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৪
lokayata_rkb@yahoo.com

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
১৪ আগস্ট ২০১৮

Wir danken dem Bertolt-Brecht-Archiv, Berlin und dem Archiv der Akademie der Künste, Berlin, für die freundliche Erlaubnis zur Nutzung der Szenenfotos and Programmblätter vom *Leben des Galilei* zum Gastspiel in Berlin vom 28. Januar 1957 und 5. Oktober 1971.

চারটি ছবি ও দুটি অনুষ্ঠানপত্র ছাপার অনুমতি দিয়ে বাধিত করেছেন বের্টল্ট-ব্রেশ্ট্-আরখিফ ও আরখিফ ড্যের আকাডেমি ড্যের ক্যুন্স্টে, বের্লিন-এর কর্তৃপক্ষ।

॥ ১ ॥

গালিলেও-র জীবন বনাম 'গালিলেও-র জীবন'

বের্টল্ট ব্রেশ্‌ট্‌-এর 'গালিলেও-র জীবন' দেখতে/পড়তে বসে কেউ যদি ভাবেন, রথ দেখার সঙ্গে সঙ্গে কলা বেচাও হবে—নাটকের সঙ্গে সঙ্গে গালিলেও-র জীবনীও জেনে ফেলব—তাহলে তাঁর কপালে অনেক দুঃখ আছে। বাস্তবের গালিলেও ও তাঁর জীবনের ঘটনার সঙ্গে নাটকের গরমিল বিস্তর। যেমন,

প্রথম দৃশ্যেই যাঁদের দেখা যায়—আন্দ্রেয়া, তার মা শ্রীমতী সার্তি, আর লুদোভিকো মার্সিলি—তাঁরা কেউই ইতিহাসের চরিত্র নন। শেষ দৃশ্যে দেখি, সেই আন্দ্রেয়া-ই গালিলেও-র 'দিসকোর্সি'র পাণ্ডুলিপি পাচার করল। বইটা গোপনে হল্যাণ্ড-এ পৌঁছেছিল ঠিকই, কিন্তু সে-কাজ করেছিলেন সম্ভ্রান্ত মেদিচি পরিবারের একজন, ফ্লোরেন্স-এর গ্র্যাণ্ড ডিউক-এরই এক ভাই।[১]

এই গ্র্যাণ্ড ডিউক, কসমো দে মেদিচি, এ নাটকের অন্যতম চরিত্র। দৃশ্য ৩-এ তাঁর বয়েস বলা হয়েছে ৯, যদিও ১৬১০-এ তিনি ১৯-এ পা দিয়েছেন। গালিলেও তাঁকে আগেই চিনতেন, কারণ কসমো তাঁর প্রাক্তন ছাত্র। আসলে তিনি চিঠি পাঠিয়েছিলেন ডিউক-এর সচিবকে, সরাসরি কসমো-কে নয়। যাই হোক, যথেষ্ট খাতির করেই, বছরে ১০০০ স্কুদি মাইনে-য় তাঁকে 'দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ' খেতাব দিয়ে ফ্লোরেন্স-এ এনে রাখা হয়।

দৃশ্য ১১-য় দেখা যায়, গালিলেও-র হাত থেকে, তাঁকে উৎসর্গ-করা বইটি না-নিয়েই কসমো বেরিয়ে যান। আর তারপরেই

যেত ফুরিয়ে। আলাদা করে হস্ চিহ্ন দিলে প্রায়ই সেটি খসে পড়ত। পরিণামে পাশাপাশি দুটি বর্ণর মধ্যে থেকে যেত একটা ফাঁকা জায়গা। সেই কারণেই ব্রেশ্ট্-কে ছাপা হয়েছিল ব্রেশট (হস্ চিহ্ন ছাড়া)। এছাড়া লেটার প্রেস-এ তখন (১৯৯০-এর দশকের গোড়ায়) বাঙলায় ইটালিক হরফ পাওয়া যেত না, তাই কাজ সারতে হতো উদ্ধৃতি-চিহ্ন দিয়েই। এই কারণেই আগের বানান ইত্যাদি বহাল রইল। অল্পকিছু যোগ-বিয়োগ করেই পরিচ্ছেদগুলি ছাপা হচ্ছে। তরুণ পাঠকরা এর থেকে সে-যুগের ছাপার (বিশেষ করে বিদেশী নামের ক্ষেত্রে) রকমসকমও বুঝতে পারবেন। শুধু নামপত্র, ভূমিকা ইত্যাদি গোড়ার দিকের পাতায় কিছু কাম্য পরিবর্তন করা গেছে।

এ বিষয়ে শেষ কথা, প্রতিটি অধ্যায়ই স্বয়ংসম্পূর্ণ, পাঠকপাঠিকা ইচ্ছেমতো যে-কোনো পরিচ্ছেদই আলাদা করে পড়তে পারেন। টীকা-অংশে তাই প্রত্যেকবারই লেখক/বই/প্রকাশক ইত্যাদির পুরো নাম দেওয়া আছে।

আরও একটি কথা : নাটকটি রচনা ও অভিনয়ের পটভূমি ব্যাখ্যা করার জন্যে তিনটি পরিশিষ্ট যোগ করা হয়েছে। প্রথমটি লিখেছেন অধ্যাপক শুভেন্দু সরকার।

২৮ জানুয়ারি ১৯৫৭ আর ৫ অক্টোবর ১৯৭১-এ বের্লিনের অঁসেম্বল-এর দুটি প্রযোজনার (পরিচালক যথাক্রমে এরিখ এঙ্গেল ও ফ্রিৎস বেনেভিৎস) অনুষ্ঠানপত্র দুটির মূল ও অনুবাদ দেওয়া আছে পরিশিষ্ট খ ও গ-য়। মূল জার্মান থেকে অনুবাদ করে দিয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় (গ্যোয়টে ইনস্টিটুট, কলকাতা)। পরিশিষ্ট তিনটির লেখক ও অনুবাদকের অনুসৃত বানানই রাখা হয়েছে।